গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ
(সাধারণ শাখা)
www.sunamganj.gov.bd

# ভিক্ষুক মুক্তকরণ বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মো: সাবিরুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
সভার স্থান : জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এর সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ২২ আগস্ট, ২০১৭খ্রি:
সময় : দুপুর ১২.৩০টা।

সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ ভিক্ষুক মুক্তকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৩/০৩/২০১৭ তারিখের ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৮.০১২.২০১৭-১৫৩ নং স্মারকে প্রেরিত ''ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" সংক্রান্ত ধারণাপত্র ও কর্মপরিকল্পনা এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট ১০/০৪/২০১৭ তারিখের ০৫.৪৬.০০০০.০০৫. ১৬.০৩১.১৬.২৭৩ নং স্মারকে প্রেরিত " মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক দেশকে ভিক্ষুক মুক্তকরনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ" সংক্রান্ত পত্র সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও এনজিও কর্মীদের আহবান জানান। তারপূর্বে উপজেলা ভিত্তিক ভিক্ষুকদের তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

**উপজেলা ভিত্তিক ভিক্ষুকদের তথ্য :**

ছক

| ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | ভিক্ষুকের সংখ্যা (জন) | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক দেশকে ভিক্ষুক মুক্তকরণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (কর্মপরিকল্পনা) গ্রহণ প্রসঙ্গে। | ভিক্ষুক মুক্তকরণ কর্মসূচির আওতায় উপজেলা ভিত্তিক তথ্য (সার্ভে ফরমসহ) প্রেরণ। | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | সুনামগঞ্জ সদর | ৪৭৭ | √ (পাওয়া গেছে) | √ | |
| ২ | দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | ৪৮৪ | √ | × | |
| ৩ | জামালগঞ্জ | ৫১ | √ | √ | |
| ৪ | ছাতক | ৭৫ | | × | |
| ৫ | দিরাই | ৩০ | √ | × | কলাম ৩ ডিডি, বিআরডিবি হতে |
| ৬ | দোয়ারাবাজার | ২৮৫ | √ | × | |
| ৭ | ধর্মপাশা | ২০০ | √ | √ | |
| ৮ | তাহিরপুর | ০৭ | × | × | কলাম ৩ ডিডি, বিআরডিবি হতে |
| ৯ | বিশ্বম্ভরপুর | ১১৫ | √ | √ | |
| ১০ | জগন্নাথপুর | ৬৭৪ | √ | √ | |
| ১১ | শাল্লা | ১৭০ | × | × | |

আলোচনা :

১। জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি : তিনি জানান যে, Ultra Poor Programme কে ভিক্ষুক পনুর্বাসনের জন্য যুক্ত করা যাবে।

২। এরিয়া ম্যানেজার, পদক্ষেপ, সুনামগঞ্জ : তিনি বলেন বিগত ৩ বছর যাবৎ সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সুরমা ইউনিয়নের ১২ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের জন্য জনপ্রতি ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা দেয়া হয়েছে ।

৩। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ : তিনি জানান বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভিক্ষুকদের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা যাবে।

৪। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ : তিনি বলেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা যাবে।

৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জামালগঞ্জ : তিনি জানান যে, তাঁর উপজেলায় ৪ জন ভিক্ষুককে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ভিক্ষুককের মোট সংখ্যা ৫১জন। প্রতিবন্ধী বাদে ৩২ জন। তাদেরকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধর্মপাশা : এ উপজেলার ভিক্ষুকদের এখন দেখা যাচ্ছে না। অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তির জন্য জেলার বাহিরে চলে গেছে। ৪ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রামের ২৫টি ঘর খালি আছে। এখানে পুনর্বাসন করা যায়। বাজার পরিষ্কার পরিছন্নকরণ কাজে তাদেরকে যুক্ত করা যেতে পারে।

৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর : ১১৫ জন ভিক্ষুক পাওয়া গেছে। ৪ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রামে ১জনকে স্থান দেয়া হয়েছে। কর্মক্ষমদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সরিয়ে আনার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা রাখতে হবে।

৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাল্লা : ৪ জন ভিক্ষুককে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে পুনর্বাসন করা হয়েছে। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে সমিতির অন্তর্ভুক্ত করে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করা যাবে। ভিক্ষুকদের ভিক্ষা না দিয়ে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্য মসজিদ ও হাট-বাজারের বিশেষ স্থানে দান বাক্স স্থাপন করে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্য অর্থ সংগ্রহ কর যেতে পারে।

৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জগন্নাথপুর : এখানকার ভিক্ষুক ভাসমান। ৬৭৪জন ভিক্ষুক পাওয়া গেছে। এরা স্থান পরিবর্তন করে। ভোটার তালিকায়ও নাম আছে। বেশির ভাগই বহিরাগত। কয়েক জনকে উপজেলা পরিষদ থেকে সেলাই মেশিন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পেশা পরিবর্তন করানো যাচ্ছে না। ভিক্ষাবৃত্তিকে এরা অধিকতর লাভজনক মনে করে। বাস্তবতার নিরিখে ভিক্ষুক মুক্তকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুনামগঞ্জ সদর : তিনি জানান যে, তাঁর উপজেলায় জরিপে ৪৭৭ জন ভিক্ষুককের তথ্য পাওয়া গেছে এ তথ্য পুন:পরীক্ষা করা হবে। এতে ভিক্ষুককের সংখ্যা কমার সম্ভাবনা আছে। ৪ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে হাঁস পালনোর জন্য ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এরা পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েছে। ভিক্ষুকদের সমিতি আওতায় এনে ৪০ দিনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং তাদের কার্যক্রম নজরদারীতে রাখতে হবে। এ উপজেলায় ৩ (তিন)টি আদর্শ গ্রাম আছে। সেখানে কিছু সংখক ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা যাবে।

১১। জনাব অলিউর রহমান চৌধুরী বকুল, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ছাতক : তিনি বলেন যে, ভিক্ষুক মুক্তকরণে বিআরডিবি এবং সমাজসেবা কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এই অফিস দুটি তাদের কাজের ব্যাপারে উদাসীন মনে হচ্ছে। ভিক্ষাবৃত্তি ইসলাম ধর্মে গ্রহণযোগ্য নয়। ভিক্ষা না দিয়ে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনে সহায়তা করার জন্য সমাজপতিদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সমাজপতিদের নিজ নিজ গ্রামকে ভিক্ষুক মুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে। ছাতক/জগন্নাথপুর উপজেলার গ্রামসমূহে এমন বিত্তবান অনেক লোক আছেন। এছাড়া বিত্তবান কৃষকদেরকে কৃষির

াকরণে উদ্বুদ্ধ করে তাদের খামারে কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের নিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। রাস্তার পাশে কলা গাছ ও বাঁশ লাগানোর প্রকল্প গ্রহণ করে কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের এতে নিয়োগ করা যেতে পারে।

সভাপতি মহোদয় সকলের বক্তব্য মনোযোগসহকারে শ্রবণ করেন। তিনি বলেন, ভিক্ষুকদের শ্রেণি বিন্যাস করতে হবে। যেমন- ঘর-বাড়ি কিছুই নেই, বাড়ি আছে ঘর নেই, প্রতিবন্ধী (পঙ্গু, বধির, দৃষ্টিহীন) বিধবা-স্বামী পরিত্যক্তা, কর্মক্ষম, বৃদ্ধ ইত্যাদি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ও বর্হিভূত সংখ্যা চিহ্নিত করতে হবে। গুচ্ছগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্পে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসিত করতে হবে। শাল্লা উপজেলার ভিক্ষুকদের তালিকা করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য বহুতল ভবনের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা যায়। দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদের ন্যায় অপরাপর উপজেলা পরিষদ ভিক্ষুক পুনর্বাসন তহবিল গঠন করতে পারেন। সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিগণকে এ কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। জনপ্রতিনিধিগণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এনজিওদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভিক্ষুকমুক্তকরণ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি বিশেষ প্রকল্প এবং এসডিজির সাথে সম্পৃক্ত। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে ভিক্ষুকমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হবে। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় বাস্তবতার নিরিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং এতে জনপ্রতিনিধি, সুশীলসমাজ, সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি এবং সকল বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত :

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনামতে, পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
২। প্রতি উপজেলার ভিক্ষুকদের তথ্য নির্ধারিত ছকে (ফরম -ক) হালনাগাদ করতে হবে এবং তথ্য ছক-১,২,৩ যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। সকল তথ্য ওয়েব পোর্টালে দিতে হবে।
৩। উপজেলা পর্যায়ে সকল জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম ও কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে।
৪। সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৫। সকল উপজেলার ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য একটি বহুতল ভবন নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
৬। বিভিন্ন ধরনের সহায়তার মাধ্যমে ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন করতে হবে। যেমন- ১। ভ্যান বিতরণ, ২। সেলাই মেশিন, ৩। মুদির দোকান, ৪। কাঁচামাল ব্যবসা, ৫। হাঁস-মুরগীর ব্যবসা, ৬। কাপড়ের ব্যবসা, ৭। চালের ব্যবসা, ৮। গবাদি পশু পালন, ৯। ঝাল-মুড়ি বিক্রি, ১০। দুধের ব্যবসা, ১১। পান সুপারির ব্যবসা, ১২। ক্ষুদ্র ব্যবসা, ১৩। ভেড়া পালন, ১৪। খাস জমি প্রদান, ১৫। ঢেউ টিন প্রদান, ১৬। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, ১৭। চায়ের দোকান, ১৮। আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর প্রদান ইত্যাদি।
৭। ভিক্ষুক মুক্তকরণ কার্যক্রমে সৈথিল্য প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই। যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করে অগ্রসর হতে হবে।

(মো: সাবিরুল ইসলাম)
জেলা প্রশাসক
সুনামগঞ্জ
☎ঃ ০৮৭১-৬২০০০
E-mail : dcsunamganj@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৬.৯০০০.০১৫.৪৪.০০২.১৭- ৯৮৩

তারিখ : ২৯ আগস্ট, ২০১৭ খ্রি :

১। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

F :/Ur mi :/ভিক্ষুক পুনর্বাসন

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,...........................................(সকল), সুনামগঞ্জ।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,...........................................(সকল), সুনামগঞ্জ।
৩। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।
৪। উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।
৫। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।
৬। উপপরিচালক, বিআরডিবি, সুনামগঞ্জ।
৭। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ।
৮। ডেপুটি ম্যানেজার, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প (বিসিক), সুনামগঞ্জ।
৯। উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সুনামগঞ্জ।
১০। মূখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক,..............................................., সুনামগঞ্জ।
১১। ..........................................(এনজিও)

..........................................সুনামগঞ্জ।

১২। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ।

২৭।৮।১৭

(কামরুজজামান)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
সুনামগঞ্জ
☎: ০৮৭১-৬১৬০৫
adcgsunamganj@gmail.com

F:/Ur mi :/ভিক্ষুক পুনর্বাসন